আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়সমূহ:

i) আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাজশাহী:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি রাজশাহীতে অবস্থিত। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে রেশম চাষ করে দেশকে রেশমে সমৃদ্ধশালীকরণসহ স্বনির্ভরতা অর্জন ও বেকার সমস্যার সমাধান করার লক্ষ্যে এ কার্যালয় কাজ করে চলেছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	রাজশাহী আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এর অধীনে ৫টি রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র অফিস রয়েছে: i) পবা কেন্দ্র ii) পুঠিয়া কেন্দ্র iii) বাঘা কেন্দ্র iv) নাটোর কেন্দ্র ও v) নওগাঁ কেন্দ্র। এসব অফিস হতে রেশম সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হয় ।
		খ) বীজাগার- ৩টি i) চাঁপাইনবাবগঞ্জ ii) মীরগঞ্জ iii) পি-৩ কেন্দ্র, (রাজশাহী)
		গ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র -২টি (মীরগঞ্জ ও রাজশাহীতে অবস্থিত)।
৩।	তুঁত চারা উৎপাদন ও বিতরণ	১,২০,০০০টি
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	১,৫৯,৫০০টি।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	আইডিয়াল রেশমপল্লী-৩টি। নওগাঁ জেলার মান্দা ও মহাদেবপুর উপজেলায় অবস্থিত। প্রতিটি আইডিয়াল রেশম পল্লীতে ৭৫জন রেশমচাষী রয়েছে এবং প্রত্যেকের ৫ কাঠা জমিতে তুঁতগাছ রয়েছে। তিনটি রেশম পল্লীর চাষীদের ২২৫ টি পলুঘর প্রদান করা হয়েছে।
৬।	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৬৩ টি ব্লক রয়েছে। প্রতিটি তুঁতব্লকে ১০০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	২৯.৬১২.৪৮০ কেজি। (বীজাগার - ৩৭৫৫.৪৮০ কেজি এবং সম্প্রসারণ- ২৫,৮৫৭ কেজি।)
৮।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	২৮২.৫০ কেজি (ফাইন- ১৮১.৫০কেজি এবং ডুপিয়ন সুতা- ১০১.০০ কেজি) ।
৯।	ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ	৫০ বিঘা
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে বিএম- ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯ জাতের উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। থাই-১, বিএম ১০ এবংবিএম-১১ জাতের তুঁতচারা আগামীতে চাষিদের সরবরাহ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সম্প্রসারণ এলাকায় বিবি-২ জাতের সাথে বিএন (এম) জাতের ক্রস করে এবং SGMIM6/3 জাতের সাথে বিএন (এম) জাতের ক্রস করে এফ-১ জাতের ডিম ও বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১২	প্রশিক্ষণ	১১০ জন (তুঁতচারা রোপণ ও পরিচর্যা - ২৫ জন, পলুপালন - ২৫ জন, চাকী পলুপালন - ৫০জন এবং কোকুন রিলিং- ১০ জন)
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৬৯৫ জন

১৪।	বসনীর সংখ্যা	২৪৭ জন
১৫।	তুঁতচারা রোপণ সহায়তা	২,৫৪,৬১৮/- টাকা (সম্প্রসারণ - ৫২,৬৯২/-এবং আইডিয়াল পল্লীতে- ২,০১,৯২৬/-)
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্থায়নে-৫৩বিঘা ফার্মিং পদ্ধতিতে তুঁতচাষ। ১৩টি পলুঘর, ডালা-১৩২০টি, চন্দ্রকী-১৩২০টি, সুতার জাল-১৩২০টি এবং ঘড়াকাঠি-১৩২টি, বিনামূল্যে বিতরন করা হয় ।
১৭।	রোপন সহায়তা প্রদান	১২,৫০,০০০/-টাকা
১৮।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূল কার্যক্রম	রেশম বীজাগার-৩টি (পি১ পর্যায়ে-২টি এবং পি৩ পর্যায়ে-১টি। জমির পরিমান ২৪৯-০৩-০বিঘা। মূলকার্যক্রম: ৪টি বাণিজ্যিক বন্দে রেশম চাষীদের রোগমুক্ত ডিম সরবররাহ দেওয়ার লক্ষ্যে পি-১ পর্যায়ের ২টি বীজাগারে পলুপালন করে ডিম উৎপাদন করা হয়। পি-৩ কেন্দ্রে রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃজাত রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয় এবং পি-২ বীজাগারে চাহিদা মোতাবেক রেশম ডিম সরবরাহ করা হয়ে থাকে।
১৯।	রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ	পি-৩ কেন্দ্রে ১৬টি রেশম কীটের মাতৃ-পিতৃজাত রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা হয়

ii) আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রংপুর:

ক্র: নং	বিবরণ	তথ্যাদি
০১	কার্যালয় /স্থাপনার পটভুমি/ ভুমিকা	বৃহত্তর রংপুর জেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণের ফলে ১৯৮৩ সালের রংপুর রিজিয়নের সৃষ্টি হয় । বর্তমানে রংপুর রিজিয়নের সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মধ্যে বগুড়া ও ঠাকুরগাঁও জোনও রয়েছে। অত্র রিজিয়নের সম্প্রসারণ এলাকায় উৎপাদিত রেশম গুটি ঠাকুরগাঁও ও রাজশাহী রেশম কারখানার কাঁচামাল হিসেবে সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে ।
০২	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় এর অধিনে নিম্নবর্নিত অফিস রয়েছে : রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র অফিস -ক) ৭টি :- ১। রংপুর সদর সম্প্রসারণ কেন্দ্র, রংপুর ২। বড়বাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, লালমনিরহাট ৩। সৈয়দপুর রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, নীলফামারী ৪। তারাগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৫। ফুলবাড়ী রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৬। কুড়িগ্রাম রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৭। সুন্দরগঞ্জ রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র, গাইবান্ধা । খ) বীজাগার -১ টি, রংপুর রেশম বীজাগার, গ) চাকী পলুপালন সেন্টার ২টি :- আইড়খামার (লালমনিরহাট), সৈয়দপুর (নীলফামারী) ঘ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ১ টি, বড়বাড়ী (লালমনিরহাট)
০৩	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরন	৩,২৮,০০০টি উৎপাদন
০৪	ডিম উৎপাদন ও বিতরন	উৎপাদন ১,৫১,০০০ টি
০৫	আইডিয়াল রেশম সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৭টি রেশম আইডিয়াল পল্লীর কার্যক্রম চলমান
০৬	তুঁতব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০০ টি তুঁতব্লকে কার্যক্রম চলমান
০৭	রেশম গুটি উৎপাদন	১,১৯৮ কেজি
০৮	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ৬৯.৯১ লক্ষ টাকা ও উন্নয়ন ৭৭৪.৭৭ লক্ষ টাকা
৯	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে বি এম-১০ , বি এম-১১ জাতের উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগার উৎপাদিত উন্নতমানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।

১০	মোটিভেশন কার্যক্রম	মোটিভেশনের মাধ্যমে ৩১২৫ জনের মধ্যে ৬০০ জনকে রেশম চাষে আগ্রহী করা হয়েছে। আগ্রহী ৬০০ জনের মধ্যে ৩৬০ জন ব্যাক্তিকে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
১১	প্রশিক্ষণ	৮৬০ জন (তুঁতচারা রোপন ও পরিচর্যা- ২২৫ জন , পলুপালন - ৫৭৫ জন , কোকুন রিলিং -৬০জন)
১২	রেশম চাষীর সংখ্যা	১৮২০ জন
১৩	বসনী	১০১২ জন
১৪	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	আইডিয়াল খাতে ১৩,৫৮,৯৬৬/- টাকা সাধারন চাষি ৬,৫৩,৮০৮/- টাকা
১৫	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	৮,১২ ,০০০/- টাকা
১৬	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মুল কার্যক্রম	মূল কার্যক্রম - মাঠ পর্যায়ের চাহিদা মোতাবেক তুঁতচারা এবং ডিম উৎপাদন ও বিতরণ করা হচ্ছে। মোট জমির পরিমান ১৪.৭৫ একর ২০২২- ২৩ অর্থ বছরে রেশম ডিম উৎপাদন ও বিতরণ - ১,৫১,০০০ টি, রেশম ডিমের গুটি উৎপাদন ১,১৯৮ কেজি

iii) আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঢাকা:

ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	ঢাকা আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়টি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাসা-৫/৪ (৩য় তলা), ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭ এ অবস্থিত। এর আওতাধীন গাজীপুর ও কুমিল্লা ২টি জোনাল কার্যালয় রয়েছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঢাকার অধীনে নিম্নবর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র- ১টি-মানিকগঞ্জ
৩।	তুঁতচারা বিতরণ	১৬০০০টি
৪।	ডিম বিতরণ	৩৮০০টি
৫।	রেশমগুটি উৎপাদন	১৪৭২ কেজি
৬।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব- ৫৯.৭১ লক্ষ টাকা ও উন্নয়ন ২৬.০১৬ লক্ষ টাকা
৭।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। উন্নতমানের এফ-১ জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
৮।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
৯।	রেশমচাষীর সংখ্যা	৩৫জন
১০।	বসনীর সংখ্যা	৩৫জন
১১।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	১৭৫ জন।

iv) আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ঝিনাইদহ:

ক্রঃ নং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও দারিদ্র বিমোচনের কৌশল হিসাবে দক্ষিণ অঞ্চলের হত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড ১৯৮৩ সালে অত্র কার্যালয় স্থাপন করে। পরবর্তীতে নিজস্ব স্থাপনা হলিধানী রেশম বীজাগার ঝিনাইদহে ২০১৬ সালে কার্যালয়টি স্থানান্তর করে রেশম চাষ উন্নয়নের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়,ঝিনাইদহ এর অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র ৬টি i) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) ii) হলিধানী (ঝিনাইদহ) iii) আলোকদিয়া (চুয়াডাঙ্গা) iv) মহেশপুর (ঝিনাইদহ) v) মনিরামপুর (যশোর) vi) নড়াইল খ) বীজাগার- ১টি -ঝিনাইদহ গ)মিনিফিলেচার কেন্দ্র- ২টি i) ঝিনাইদহ ii) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) গ) চাকি সেন্টার- ৩টি i) আলোকদিয়া (চুয়াডাঙ্গা) ii) দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) iii) মহেশপুর (ঝিনাইদহ)
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৬০,০০০টি
৪।	ডিম উৎপাদন ও বিতরণ	২৪,০০০টি
৫।	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	২১টি। প্রতিটি তুঁত ব্লকে ১০০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়।
৬।	রেশম গুটি উৎপাদন	৭,৯৫৮ কেজি
৭।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	১১৬.৮০০ কেজি (ফাইন - ১০৫.৫০০ কেজি,ডুপিয়ন - ১১.৩০০কেজি)
৮।	বাজেট (রাজস্বওউন্নয়ন)	রাজস্ব- ৫৭,০৫,৮৪০ টাকা ও উন্নয়ন-২৬,৭৯,০০০ টাকা
৯।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশমকীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নতমানের এফ-১জাতের ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে।
১০।	মোটিভেশন কার্যক্রম	বিভিন্ন উঠান বৈঠক ও অংশীজনের সভার মাধ্যমে জনগণকে রেশম চাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে।
১১।	প্রশিক্ষণ	০৪জন
১২।	রেশম চাষীর সংখ্যা	১৪০জন
১৩।	বসনীর সংখ্যা	৬৬জন
১৪।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	ডালা- ১২০০টি, চন্দ্রকী- ১২০০টি ও সুতার জাল- ১২০০টি ঘড়াকাঠি-১২০টি।
১৫।	ফার্মিং পদ্ধতিতে রেশম চাষ	০৫ বিঘা।
১৬।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪৮৪ জন
১৭।	রেশম বীজাগারের সংখ্যা ও জমির পরিমান এবং মূলকার্যক্রম	বীজাগার - ১টি, জমির পরিমাণ- ৭১ বিঘা ১৪ কাঠা এবং চাষাবাদ যোগ্য- ৫৬ বিঘা। মুল কার্যক্রম- পি-১ পর্যায়ে ডিম উৎপাদন করা, বিভাগীয় ভাবে তুঁতচারা উৎপাদন ও সরবরাহ করা ও মিনিফিলেচার এ সুতা উৎপাদন।

v) আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, রাঙামাটি:

ক্রঃনং	বিবরণ	তথ্যাদি
১।	কার্যালয়/স্থাপনার পটভূমি/ভূমিকা	পার্বত্য এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠী জীবন-জীবিকার তাগিদে জুমচাষে অভ্যস্ত। পার্বত্য এলাকায় উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, বিশেষ কার্যাদি (কল্যাণ) বিভাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ এর আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন মার্চ' ১৯৯১ইং এর আলোকে পার্বত্য এলাকায় রেশম চাষ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৯৩ সনে রাঙ্গামাটি জেলা শহরে আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্র কার্যালয়টি স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য তিন পার্বত্য জেলায় রেশম চাষ সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র ও কটেজ রিলিং শিল্প স্থাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করা। রেশম পোকা পালন, রেশম গুটি উৎপাদন ও রেশম সুতা আহরণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে রেশম চাষে উদ্বুদ্ধকরণ।
২।	আওতাধীন অফিস সংক্রান্ত তথ্য	রাঙ্গামাটি রিজিয়নের অধীনে নিম্ন বর্ণিত অফিস রয়েছে; ক) রেশম সম্প্রসারণ কেন্দ্র–৬টি i) রাঙ্গামাটি সদর ii) কাপ্তাই (রাঙ্গামাটি) iii) খাগড়াছড়ি সদর iv) মাটিরাঙ্গা (খাগড়াছড়ি) v) বান্দরবান সদর vi) লামা (বান্দরবান) খ) মিনিফিলেচার কেন্দ্র- লামা (বান্দরবান) গ) তুঁতবাগান- i) রুপসীপাড়া (বান্দরবান) ii) রেইচা
৩।	তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ	৬০,০০০টি।
৪।	ডিম বিতরণ	৮২,৫০০টি।
৫।	আইডিয়াল রেশম পল্লী সংক্রান্ত কার্যক্রম	রেশম পল্লী- ২টি, গাছবান আদর্শ রেশম পল্লী, (খাগড়াছড়ি) ও রুপসীপাড়া আদর্শ রেশম পল্লী, (বান্দরবান)
৬।	তুঁত ব্লক স্থাপন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৩২টি, (রাঙ্গামাটি- ৯টি, খাগড়াছড়ি - ১৭টি ও বান্দরবান- ৬টি)। প্রতিটি তুঁতব্লকে ৮০০টি তুঁতচারা রোপন করা হয়
৭।	রেশম গুটি উৎপাদন	২৬,২৯৫ কেজি।
৮।	রেশম সুতার উৎপাদন (ডুপিয়ন ও ফাইন)	৮৫ কেজি।
৯।	বাজেট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	রাজস্ব ২৪.৩৬ লক্ষ, উন্নয়ন ৫৩১.৯০ লক্ষ টাকা।
১০।	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল তুঁত ও রেশম কীট জাতের সম্প্রসারণ	মাঠ পর্যায়ে উচ্চ উৎপাদনশীল বিএম-১০ ও বিএম-১১ তুঁতগাছের জাত রয়েছে। বীজাগারে উৎপাদিত উন্নত মানের এফ-১ জাতের (SGMIM ৬/৩ , বিএসআর ৯৫/২২,বিএন (এম) ডিম বসনীদের সরবরাহ দেওয়া হচ্ছে
১১।	মোটিভেশন কার্যক্রম	নতুন সম্ভাবনাময় এলাকা গুলোতে পার্বত্য জেলা সমূহের জনসাধারণকে মোটিভেশনের মাধ্যমে রেশমের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও স্বাবলম্বী করে তোলা। নতুন রেশম চাষী সৃষ্টি করে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও উৎপাদিত রেশম গুটি বাজারজাত করণে সহায়তা প্রদান এবং গ্রামীণ দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
১২	প্রশিক্ষণ	২৪৫ জন (তুঁতচাষ প্রশিক্ষণ- ১২৫ জন, পলু পালন- ১০০ জন ও রিলিং উইভিং- ২০ জন)।
১৩।	রেশম চাষীর সংখ্যা	৩৭৯জন
১৪।	বসনীর সংখ্যা	১৩৩জন
১৫।	তুঁতচারা রোপন সহায়তা	৫,২১,০০০/- টাকা
১৬।	পলুঘর ও পলুপালন সরঞ্জামাদি সহায়তা	পলুঘর - ৭৫টি (রাঙ্গামাটি- ৫টি, খাগড়াছড়ি- ৫৯টি ও লামা- ১১টি) পলুপালন সরঞ্জামাদি ডালা- ১৪৪০টি, চন্দ্রকী- ১৪৪০টি, ঘড়াকাটি- ১৬০টি ও সুতার জাল- ৮০০টি।
১৭।	কর্মসংস্থান সৃষ্টি	রেশম শিল্পের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলে ব্যাপক প্রচার ও সম্প্রসারণ সহায়তা করে দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বেকার জনগোষ্ঠির জন্য কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।